ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস

ডঃ তাপস অধিকারী

সহকারী অধ্যাপক, ইসলামপুর কলেজ

শেলির কাব্য

ইউরোপের রোমান্টিক যুগের একজন বিখ্যাত কবি হলেন পার্সি বাইসি শেলি। তিনি দক্ষিণ ইংল্যান্ডের সাসেক্স-এর হরসহোম-এ এক অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত, বনেদি ও ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা টিমোথি শেলি চেয়েছিলেন পুত্রকে শহরের গণ্যমান্য, ভদ্রলোক, ভূসম্পত্তি সম্পন্ন একজন রাজনীতিবিদ্ গড়ে তুলবেন। কিন্তু শেলি পিতার ইচ্ছার ধারপাশে না গিয়ে তরুণ বয়স থেকেই কবিতা চর্চা করে ইংরেজি সাহিত্যের তথা বিশ্বসাহিত্যের একজন অন্যতম বিখ্যাত কবি হয়ে উঠেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর প্রথম কাব্য 'Queen Mab' প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি একের পর এক কবিতা এবং বেশ কয়েকটি কাব্যধর্মী নাটক রচনা করেন। মাত্র ৩০বছর জীবিত থাকলেও তাঁর এই কবিতা ও কাব্যধর্মী নাটকগুলি তাঁকে আজও অমর করে রেখেছে।

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীণতার বাণী সমকালীন ইউরোপের যুবমানসে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। যে কোন সামাজিক অন্যায়-অবিচারের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শণ সে সময়কার মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আশৈশব বিদ্রোহী মানসিকতার শেলিও তরুণ বয়স থেকেই ফরাসী বিপ্লবের এই সাম্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি আপন কাব্যকবিতার মধ্য দিয়ে সামাজিক অন্যায়-অবিচার, শ্রেণীবৈষম্য, পরাধীনতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে সরব হন। হতাশাচ্ছন্ন যুগে দাঁড়িয়ে শেলি বারবার মানুষকে আশার বাণী শোনাতেন। যদিও তাঁর রচনাগুলিতে যুগের প্রভাবে আবেগের আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়, তবুও এই রচনাগুলির জন্যই শেলি— 'The poet of hopes in despair'-এর স্বীকৃতি পেয়েছেন।

শেলির প্রথম কাব্য ‘কুইন ম্যাব’। এটি তিনি মাত্র ১৮বছর বয়সে রচনা করেন। এ কাব্যে শেলি ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থা জ্ঞাপন করলেও খ্রিস্টধর্মের সমালোচনা করেছিলেন। একারনে কাব্যটি সেসময় ইউরোপে যথেষ্ট বিতর্ক তৈরি করেছিল। শেলির পরের কাব্য ‘অ্যালাস্টার অর দ্য স্পিরিট অব সলিচ্যুড’-এ তিনি এক অপাপবিদ্ধ কবি তরুণের কথা বলেছেন, যে নিঃসঙ্গ অথচ বিশ্বচিন্তায় নিমগ্ন। এ কাব্যে শেলির রোমান্টিক ভাবনার লীলায়িত আবেগই প্রকাশিত হয়েছে। ‘অ্যালাস্টার’ একটি গ্রীক শব্দ, এর অর্থ ‘হিংস্র দানব’। শেলি হয়ত হতাশাকেই এখানে হিংস্রদানবের সাথে তুলনা করেছেন।

শেলির আর একটি কাব্য হল ‘..... অব ইসলাম’। এটি একটি অন্যতম বিতর্কিত কাব্য। তিনি ভাই বোনের অস্বাভাবিক-অসামাজিক প্রেম, মানবপ্রীতি ও স্বাধীণতা এই ত্রিস্তরযুক্ত কাহিনি গড়ে তুলেছেন এই কাব্যে। এই সময় শেলির আরও দু’টি কবিতা প্রকাশিত হয়— ‘রোসালিন অ্যন্ড হেলেন’ ও ‘জুলিয়ন অ্যান্ড ম্যাডোলো’। এই দু’টি কবিতার মধ্যে প্রথমটিতে শেলি রোসালিন ও হেলেন নামক দুই পতিহীনা নারীর বেদনা বিধুর কাহিনি পরিবেশন করেছেন। আর দ্বিতীয়টি হল রূপক কাব্য। একাব্যে জুলিয়ন হলেন শেলি নিজে আর ম্যাডোলো হলেন ইউরোপের রোমান্টিক যুগের অপর কবি বায়রন।

শেলি প্রেমের স্তুতিমূলক ‘এপিপসাইকিডিয়ন’ নামে একটি বিখ্যাত কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাটি এমিলিয়া ভিভিয়ানি নামক জনৈকা ইতালির মহিলার উদ্দেশ্যে লেখা। এই এমিলিয়া কিছুদিনের জন্য শেলির হৃদয়েশ্বরী হয়ে উঠেছিলেন। ‘এপিপসাকিডিয়ন’ কথাটির অর্থ ‘প্রাণের মিলন’। কাব্যটিতে শেলির রোমান্টিক ভাবনার নানা পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময় শেলি তাঁর বন্ধুপত্নী জেন উইলিয়ামস্‌কে নিয়ে ‘জেন: দ্য রিকালেকসন’ নামক একটি কবিতা লেখেন। এসময়ে লেখা শেলির আর দু’টি কবিতা হল— ‘দ্য ইন্ডিয়ন সেরোনাড’ এবং ‘ওয়ান উড ইস টু ওফেন প্রোফাউন্ড’।

শেলির কবিতাগুলির মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা হল— ‘এডোনাইস’। বন্ধু কীটস্-এর অকাল মৃত্যুতে শেলি এই কাব্যটি রচনা করেন। গ্রীক মিথোলজি (এডোনিস)-কেই শেলি লিখেছেন এডোনাইস। মিথোলোজিতে এডোনিস ছিলেন ভেনাসের প্রিয় পাত্র। শেলি ভেনাসের স্থান দিয়েছেন ইউরোনিয়াকে, ইনি কাব্যলক্ষ্মী। পাস্টোরাল এলিজির নিয়ম অনুযায়ী শেলি কীটস্-কে এডোনাইস হিসাবে কল্পনা করেছেন। এডোনাইস ছিলেন মেষপালক ও অপূর্ব বংশীবাদক। তিনি ইউরোনিয়ার সাধক এবং অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর সমালোচকদের আক্রমণে তার অকালমৃত্যু হয়। শেলি কীটস্-এর মৃত্যুকে এর সাথে তুলনা করেছেন। শেলির শেষ রচনা ‘দ্য ট্রিম্ফ অব লাইফ’ কবিতাটি শেষ করার আগেই তিনি মারা যান।

এই কাব্য কবিতাগুলি ছাড়াও শেলি কয়েকটি কাব্যধর্মী নাটক ও অসংখ্য গীতিকাবিতা রচনা করেছিলেন। শেলির নাটকগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'প্রমেথিউস আনবাউন্ড'। এই গীতিধর্মী কাব্যটির উপাদান শেলি প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার এস্কাইলাসের 'প্রমেথিউস আনবাউন্ড' থেকে গ্রহণ করেছেন।

এত কিছু লেখার পরও শেলির প্রতিভার সবচেয়ে বেশি বিকাশ ঘটেছে তাঁর গীতিকবিতাগুলিতে। গীতিকবিতার মাধ্যমেই শেলি যেন নিজেকে ঠিকমত প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। শেলি অসংখ্য গীতিকবিতা রচনা করলেও তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'স্টাঞ্জাস রিটেন ইন ডেজেকসন', 'নিয়ার নেপলস্', 'টু নাইট', 'রেয়ারলি রেয়ারলি', 'কামেস্ট দ্যাউ', 'লাইনস্ রিটেন অ্যামং ইউগোনিয়ান হিল', 'টু এ স্কাইলার্ক', 'ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড', 'ও ওয়ার্ড! ও লাইফ! ও টাইম!', 'দ্য ক্লাউড', 'দ্য সেনসেটিভ প্ল্যানেট' ইত্যাদি। এই গীতিকবিতাগুলিতে শেলি যেমন হতাশার কথা বলেছেন, তেমনি হতাশা কাটিয়ে আশার বাণী শুনিয়েছেন। হয়ত এই কারণেই তাঁকে বলা হয়— 'The poets of hopes in despairs'।

শেলি মাত্র ত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন এবং খুব বেশিদিন কাব্যচর্চা করেননি। কিন্তু ইউরোপের রোমান্টিক যুগের এই ইংরেজ কবি তাঁর কাব্য কবিতায় নানা বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশ্বসাহিত্যে আজও শ্রদ্ধার আসন পান। তাঁর কবিতার প্রধাণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

প্রথমত:

শেলি নিজে নাস্তিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কবিতাতে নাস্তিকতার কথা বারবার এসেছে। শেলির এই নাস্তিকতা ছিল তাঁর মধ্যেকার সহজাত রোমান্টিক প্রেরণার ফল।

দ্বিতীয়ত:

শেলি প্রথমে প্লেটোর দর্শন দ্বারা এবং পরবর্তীকালে এডুনিয়নের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হন। তবে জীবন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দর্শনও ছিল। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কবিতায় এই তিনের প্রভাব পড়েছে।

তৃতীয়ত:

রোমান্টিক যুগের অন্যসব কবিদের মত শেলিও মানবপ্রেমিক ছিলেন। মানুষের সুন্দর ভাবনা সম্পর্কে শেলি যথেষ্ট আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আশা কিভাবে বাস্তব রূপ পাবে শেলি তা জানাতে পারেন নি।

চতুর্থত:

শেলি রোমান্টিকযুগের কবি হলেও সেসময়কার কবিদের চেয়ে পৃথক ছিলেন। শেলির রোমান্টিকতা ছিল একান্ত আদর্শায়িত রোমান্টিকতা।

পঞ্চমত:

রোমান্টিকযুগের কবিরা একান্তভাবে প্রকৃতিপ্রেমিক ও সৌন্দর্যবাদী ছিলেন। শেলিও রোমান্টিকযুগের কবি তাই তাঁর রচানায় বারবার প্রকৃতিপ্রেম ও সৌন্দর্যতৃষ্ণার কথা এসেছে।

ষষ্ঠত:

শেলি অনেকটাই ভাবপ্রধাণ ব্যক্তি ছিলেন। তাই তাঁর বেশিরভাগ কবিতাই ভাবাবেগ তাড়িত রচনা। তিনি অনেকসময় তাঁর অনুভূতিগুলির সুষম সমীকরণ ঘটাতে পারেননি। এইজন্য শেলির সমালোচনা করে বলা হয় তাঁর কবিতায় মস্তিস্কের চাইতে হৃদয়ের প্রাধাণ্যই বেশি আছে।

সমালোচনা যাইহোক না কেন, শেলি যে একজন প্রতিভাধর কবি ছিলেন তা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর সমকালীন ইউরোপের অনেক কবিই তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিশ্বসাহিত্যের অনেক কবিই তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। শেলির প্রভাব আমাদের বাংলাসাহিত্যেও পড়েছে। বিহারীলাল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বাংলায় যখন গীতিকবিতার জোয়ার আসে তখন বিহারীলাল সহ অনেক গীতিকবিই শেলির দ্বারা প্রভাবিত হন। পরবর্তীকালে আধুনিক কবিতার যাত্রা শুরু হলেও শেলি গুরুত্ব হারাননি। আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশও কবিতার ক্ষেত্রেও (ক্যাম্পে) শেলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় শেলি কত বড় মাপের কবি ছিলেন।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্য

ইউরোপের রোমান্টিক কাব্য আন্দোলনের যুগপুরুষ ছিলেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। ইনি ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল ইংল্যান্ডের ক্যাম্বারল্যান্ডের একটি ছোট শহর ককারমাউথে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল ৮০ বছর বয়সে মারা যান। দীর্ঘজীবনের অধিকারী ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রায় ৫০বছর কাব্যচর্চায় নিমগ্ন থেকে ইংরেজি সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের নিরলস কাব্যচর্চার দিকে দৃষ্টি রেখেই বিস্মিত সমালোচকবৃন্দ মন্তব্য করেছিলেন— "Wordsworth is unique in the history of English poetry."

ওয়ার্ডসওয়ার্থ একদিকে ছিলেন প্রকৃতির কবি, ঐশীচেতনার কবি; অন্যধারে তাঁর প্রকৃতিচেতনা একটা দার্শনিক প্রত্যয়ে পর্যবশিত হয়েছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই কর্মপ্রচেষ্টার দিকে নজর রেখেই সমালোচকরা তাঁকে প্রকৃতির মহাকবি ও দার্শনিক, The Highest Priest of Nature প্রভৃতি অভিধায় অভিহিত করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নব্য ক্লাসিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কবি বিদ্রোহ ঘোষণা করে রোমান্টিকতার জয়গান গেয়েছিলেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন এই উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি তাঁর কবিতায় প্রাধাণ্য পায় সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ এবং হাসি-কান্না, গ্রামীণ কৃষকের প্রাত্যহিক জীবনালেখ্য।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রথম কবিতা—'অ্যান ইভেনিং ওয়াক'। এটি রচিত হয় ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে। এই একই বছর 'ডেসক্রিপটিভ স্কেচেস' নামের আর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এটিতে ওয়ার্ডসওয়ার্থের আল্পস্ পর্বতের ভ্রমণকাহিনি এবং সুইজারল্যান্ডের কৃষকদের সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে।

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও তাঁর বন্ধু কোলরিজের যুগ্ম সম্পাদনায় 'লিরিক্যাল ব্যালাডস্' প্রকাশিত হলে বিশ্বসাহিত্যে রোমান্টিক যুগের সূচনা হয়। এখানে কোলরিজের চারটি ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের উনিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে। কাব্যটি সেসময়কার কবি সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গীকেই পরিবর্তন করে দেয়। এর ভূমিকায় নতুনযুগের কাব্যের আদর্শ, স্বরূপ, ভাষা এবং আঙ্গিক কেমন হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে 'লিরিক্যাল ব্যালাডস্' ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিজীবনের মাইলস্টোন হিসাবে গণ্য।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ১৭৯৯ থেকে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর আত্মজীবনিমূলক কাব্যগ্রন্থ 'দ্য প্রিলুউড' রচনা করেন। এটি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সৃষ্টিশীল সময়ের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। এখানে মোট ১৪টি সর্গ আছে। দীর্ঘ ছয় বছরের নিরলস প্রচেষ্টায় অতীত স্মৃতি রোমন্থণের এই কাব্যটিকে বলা হয়—'Memmory Recollect in Tranquility'. কাব্যটির মূল লক্ষ্য ছিল—'Self Examination and Self Expression (আত্মসমীক্ষা ও আত্মবিশ্লেষণ)।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল— 'লুসি গ্রুপ অব পোয়েমস্'। ওয়ার্ডসওয়ার্থের সমগ্র কাব্যসম্ভারে প্রেমের কবিতার যে অভাব লক্ষ্য করা যায় তা কিছুটা পূর্ণ করেছে এই কাব্যটি। তবে এখানে তথাকথিত Passionate love (আবেগপ্রবণ ভালোবাসা) কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে লুসি একাত্ম হয়ে গেছেন— যে প্রকৃতির মত সরল ও নিষ্পাপ। এই কাব্যে লুসির কোন সংলাপ নেই কেবল লুসিকে কেন্দ্র করে কবির আবেগ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়েছে। লুসি বিষয়ক কবিতার সংখ্যা ছয়টি। এসব কবিতায় দেখানো হয়েছে লুসি প্রকৃতির প্রতীক এবং একই সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রেমের প্রতীক। এক নির্জন কুটিরে একাকী সে বসবাস করে। প্রেমিক কবি অশ্বারোহণ করে সেখানে গিয়ে লুসির সাথে মিলিত হন। সমগ্রকাব্যে লুসির শারীরিক সৌন্দর্যের কোন বর্ণনা নেই। কবি চন্দ্রালোকে লুসিকে প্রত্যক্ষ করেন, আবার কালো মেঘে চাঁদের আলো নিভে গেলে লুসির মৃত্যুর আশঙ্কায় কবি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কোন কোন সমালোচক মনে করেন লুসির চরিত্রে ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্নায়বিক রোগগ্রস্থ বোন ডরোথির বাস্তব ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে। তবে এ বিষয়ে এখনও বিতর্ক আছে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি বিশিষ্ট চতুর্দশপদী কবিতার সংকলন 'একলেসিয়াস্টিক্যাল সনেট'। এতে মোট ১৩২টি সনেট রয়েছে। এগুলির বিষয়বস্ত ধর্মীয় অনুভূতি ও দার্শনিক তত্ত্ব। অবশ্য সমগ্র জীবনে ওয়ার্ডসওয়ার্থ তিন শতাধিকেরও বেশি সনেট রচনা করেছেন। এর মধ্যে প্রকৃতি, স্বদেশ ও মানব জীবনভিত্তিক সনেটের সংখ্যাও কম নয়। সনেটগুলি ছাড়াও আর যে সকল কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ সারা পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করেছেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'লাইনস্ কম্পোস্ড অব ফিউ মাইলস্ অ্যাবাভ্ টিনটার্ন অ্যাবে', 'লন্ডন', 'ওড টু ডিউটি', 'দ্য ফাউন্টেন', 'দ্য সলিটারি রিপার', 'দ্য টু এপ্রিল মর্নিং', 'টু এ স্কাইলার্ক', 'টু দ্য কাক্কু', 'টু দ্য ডাইসি', 'সেপ্টেম্বর', 'দ্য এক্সারসন', 'লাউডামিয়া' প্রভৃতি।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ রোমান্টিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন জন্য তিনি আদ্যোন্ত রোমান্টিক। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কবিতায় রোমান্টিকতার নানা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের জন্য ওয়ার্ডসওয়ার্থকে রোমান্টিক পট পরিবর্তনের প্রথম কবি হিসাবে ধরা হয় সেগুলি হল—

প্রথমত:

সব রোমান্টিক কবিদের মত ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক। তিনি প্রকৃতিকে এক জীবন্ত সত্তারূপে উপলব্ধি করেছিলেন। আর ঐ সত্তার মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ঐশ্বরিক সত্তাকে আবিস্কার করেন।

দ্বিতীয়ত:

ওয়ার্ডসওয়ার্থ বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতির সান্নিধ্যে মানব হৃদয়ে যথার্থ আনন্দ ও প্রশান্তি আসে। এই প্রকৃতিই যন্ত্রণাদগ্ধ মানবজীবনকে শ্বাশত আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারেন। সুতরাং তাঁর কাছে দুঃখ ও গ্লানিময় মানব জীবনের পাশে প্রকৃতিই একমাত্র আরোগ্য নিকেতন বলে মনে হয়েছিল।

তৃতীয়ত:

ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর কবিতায় প্রকৃতিকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে, তাঁর মনে হয়েছিল মানুষের জীবন প্রকৃতির নৈতিক প্রভাব রয়েছে। তিনি মনে করতেন প্রকৃতি হল মানুষের শিক্ষক, সেবিকা, রক্ষক এবং স্নেহময়ী জননী; প্রকৃতি কখনও মানুষকে প্রতাড়িত করেনা, বিশেষত যে মানুষ তাঁকে ভালোবাসে। 'টিনটার্ন অ্যাবে' কবিতায় তিনি লিখেছেন— "Knowing the nature ever did beauty the heart that love her."

চতুর্থত:

ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি সৌন্দর্যময়ী, স্নেহময়ী, শান্ত ও সমাহিত। তিনি মনে করতেন প্রকৃতির মধ্যে মানুষ ও ঐশীশক্তির যথার্থ মিলন ঘটতে পারে। প্রকৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে মানুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়না; মানুষ মহৎ হয়ে ওঠেনা। এ ব্যাপারে ওয়ার্ডসওয়ার্থের জীবনদৃষ্টিভঙ্গীর সাথে উপনিষদের সঙ্গে প্রজ্ঞাবান ঋষিদের জীবনদর্শনের গভীর সাদৃশ্য আছে।

সর্বোপরি ওয়ার্ডসওয়ার্থ রোমান্টিক কাব্য আন্দোলনের যে অগ্রপুরুষ ছিলেন তার প্রমাণ পরবর্তীকালের বিশ্বসাহিত্যের প্রচুর রোমান্টিক কবিদের কাব্যে তাঁর প্রভাব পড়েছে। বাঙ্গালী গীতিকবিরাও ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য ওয়ার্ডস ওয়ার্থের প্রভাব তো পড়েছিল; পরবর্তীকালে বিহারীলাল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বাংলা গীতিকাব্যের জয়যাত্রা শুরু হলে সে সময়কার কবিদের কবিতাতেও ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রভাব পড়েছে। বিহারীলালের 'সঙ্গীত শতক', 'নিসর্গ সন্দর্শণ' 'সারদামঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রভাব অত্যন্ত ব্যপক। রবীন্দ্রনাথও কাব্যজীবনে ওয়ার্ডসওয়ার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনিও ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত প্রকৃতির সাথে মানবাত্মার একাত্ম অনুভব করেছেন 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি', 'যেতে নাহি দিব' প্রভৃতির মত অসংখ্য কবিতায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'প্রিলুউড' কাব্যের চতুর্থ স্তবকের সাথে রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সুতরাং ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে একজন বড়মাপের রোমান্টিক কবি ছিলেন এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কীটস্-এর কাব্য

ইউরোপের রোমান্টিক যুগের সর্বকনিষ্ঠ কবি হলেন জন কীটস্ (১৭৯৫-১৮২১)। কবি কীটস্ মাত্র ২৬বছর জীবিত ছিলেন এবং মাত্র ৫-৬বছর কাব্যচর্চা করেছিলেন, কিন্তু এই ৫-৬বছরেই তিনি কবিতার ক্ষেত্রে যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাতে আজও সাহিত্যপিপাসু মানুষ তাঁর কবিতা পড়ে আপ্লুত হন। তাঁর সমকালে এবং পরবর্তীকালেও দেশ বিদেশের বহু কবি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কবিতার চর্চা করেছেন।

স্বল্পায়ু ইংরেজ কবি জন কীটস্ ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা থমাস কীটস্ একটি ইন (সরাইখানা)-এর ম্যানেজার ছিলেন। থমাস কীটস্-এর চার সন্তানের মধ্যে জন ছিলেন বড়ো। কবি স্বল্পায়ু হলেও সারাজীবন তাঁকে ভাগ্যের সাথে লড়াই করতে হয়। জন কীটস্ অল্পবয়সে পিতৃহারা হলে তাঁর মা দ্বিতীয় বিবাহ করে অন্যত্র চলে যান। ফলে কবি মামার বাড়িতে ট্রাস্টি অভিভাবকের অধীনে বড় হন। তিনি ক্লার্কের স্কুলে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনা করে অভিভাবকের ইচ্ছায় ডাক্তারি পড়তে শুরু করেন। কিন্তু ডাক্তারী তাঁর ভালো লাগত না জন্য তিনি তিনি সাহিত্য চর্চা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং একজন বড়মাপের কবি হয়ে ওঠেন।

ব্যক্তিগত জীবনেও জন কীটস্-কে নানা কষ্টভোগ করতে হয়। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বড় ভাই জর্জ বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকায় চলে যান, আর ছোট ভাই টম মারাত্মক ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়। কবি অনেক চেষ্টা করেও টমকে বাঁচাতে পারেন নি। এই সময় তিনি হ্যাম্পস্টেডে ফ্যানি ব্রাউন নামে এক সুন্দরী তরুণীর প্রেমে পড়েন। বাগ্‌দান হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত কবির প্রেম প্রত্যাখ্যাত হয়। ভাই টমের সেবা করতে গিয়েই সম্ভবত কবিও ক্ষয়রোগাক্রান্ত হন এবং মাত্র ২৬বছর বয়সে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে প্রায় একবছর কবি কীটস্ সাহিত্যচর্চা করতে পারেন নি। মৃত্যুর পর তাঁর সমাধির উপর তাঁরই লেখা সমাধিলিপি উৎকীর্ণ করা হয়— "Here lies a man whose name was write in water." এ দেখে মনে হয় কবি তাঁর জীবনের সকরুণ পরিসমাপ্তি আগে থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। তবে বিশ্ববাসীর মনে তাঁর নাম জলের অক্ষরে লেখা হয়নি— এখনও আলোর অক্ষরে লেখা আছে।

কীটস্-এর জন্মই হয়েছিল কবিতা রচনার জন্য। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং বেশ কয়েকজন গুণী বন্ধুর সাহচর্য পেয়েছিলেন। ক্লার্কের স্কুলে পড়ার সময় হেডমাস্টারের ছেলে চার্লস কাউডেন ক্লার্কের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। আর এই বন্ধুত্বের সূত্রেই লে হ্যান্ডের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। এরপর একে একে হ্যাজলিট, শেলি, চিত্রকর হেডেনের সাথেও তিনি পরিচিত হন। হেডেনের গৃহেই তাঁর পরিচয় হয় রোমান্টিক কাব্য আন্দোলনের পুরোধাপুরুষ ওয়ার্ডসওয়ার্থের সাথে। মূলতঃ এদের সাথে পরিচয় হওয়ার পর ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি কবিতা রচনার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর প্রথম কবিতা 'লাইনস্ ইন ইমিটেশন অব স্পেনসার'। 'লে হ্যান্ডের পত্রিকায় তাঁর 'অন ফার্স্ট অব লুকিং চ্যাপিমানস্ হোমার' প্রকাশিত হয়। এরপর কীটস্-এর নানা উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয়। এই রচনাগুলি হল— 'এন্ডিমিয়ন', 'হাইপেরিয়ান', 'ইভ অব সেন্ট অ্যাগনেস', 'ইসাবেলা অর দ্য পট অব বাসিল', 'লা বেলে ড্যাম স্যানস্ মারসি' এবং ওড জাতীয় ১৮টি কবিতা ও ৬১টিন সনেট।

গ্রীক মিথোলোজি থেকে কাহিনি নিয়ে জন কীটস্ তাঁর 'এন্ডিমিয়ন' কাব্যটি রচনা করেন। এ কাব্য এন্ডিমিয়ন একজন মেষপালক। নাটমাকব-এ তার বাস। সৌন্দর্যের দেবী সিন্থিয়া তার প্রেমে পড়েছেন এবং তারই কৌলিণ্যে তাদের মিলন হয়। এরপরেই এন্ডিমিয়ন অমরত্ব লাভ করেন। এই হল একাব্যের মূল বিষয়। শেক্সপীয়ারের 'রোমিয় অ্যান্ড জুলিয়েট'-এর অনুসরণে জন কীটস্ তাঁর 'ইভ অব সেন্ট অ্যাগনেস' কাব্যটি রচনা করেছেন। তবে এই কাব্যটির পরিণতি শেক্সপীয়রের রচনাটির মত বেদনাবিধুর নয়। এখানে কীটস্ উষ্ণপ্রেমের রোমাঞ্চকর মিলন দেখিয়েছেন।

বার্টটোমের 'অ্যানাটমি ওব মেলানকলি' থেকে গল্প নিয়ে কীটস্ তাঁর 'ল্যামিয়া' কাব্যটি রচনা করেছেন। একাব্যে কবি মধ্যযুগীয় আলোছায়াময় রহস্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে ল্যামিয়া নামক এক নাগিনী কন্যার কাহিনি পরিবেশন করেছেন। কীটস্-এর প্রেম বিষয়ক একটি বিখ্যাত কাব্য 'ইসাবেলা অর দ্য পট অব বাসিল'। এখানে ইসাবেলার প্রেমিক লরেন্সের তারই ভাতৃদ্বয়ের হাতে মারা যাওয়ার পর ইসাবেলার জীবনে

যে দুঃখ নেমে এসেছিল তার করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তাঁর 'লা বেলে ড্যাম সানস্ মার্সি' কাব্যটিতে এক নাইটের ব্যার্থ প্রেমকাহিনি দেখানো হয়েছে। অতিপ্রাকৃত শক্তি সম্পন্না এক কুহকিনি নারীর প্রেমের ছলনায় বহু পুরুষের মত এক পবিত্রচিত্ত খ্রিস্টান নাইটের নিঃস্ব হওয়ার কাহিনি এটি, যে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে এক নির্জন হ্রদের ধারে একাকি ক্ষুন্নচিত্তে ঘুরে বেড়ায়। মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর প্রেরণায় রচিত 'হাইপেরিয়ান' কীটস্-এর অসমাপ্ত মহাকাব্য। তিনি এই মহাকাব্যটি রচনা করার পরিকল্পনা করলেও শেষ করতে পারেন নি। কাব্যের অসমাপ্তিতে কবিচিত্তের একটি অচরিতার্থতার গ্লানি ছিল, যা থেকে তিনি 'দ্য ফল অব হাইপেরিয়ান: এ ড্রিম' রচনা করে মুক্তি খুঁজতে চেয়েছিলেন।

উপরিউক্ত কাব্যগুলি ছাড়াও কীটস্ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ১৮টি ওড জাতীয় কবিতা রচনা করেন। এগুলিতে তাঁর কবি প্রতিভার অনেক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। এই ওড জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে 'ওড টু এ নাইটেঙ্গল', 'ওড অন এ গ্রিসিয়ান আর্ন', 'ওড টু সাইকি', 'ওড টু মেলানকলি' প্রভৃতি কাব্যমূল্যে উৎকৃষ্ট মানের রচনা। কীটস্ তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে অনেকগুলি সনেটও রচনা করেন। এরমধ্যে প্রথম যুগের ৪২টি সনেটে পেত্রার্কিয় রীতি এবং পরের দিকের ১৬টি সনেটে শেক্সপীয়রীয় রীতি অনুসরণ করেছিলেন। তবে কীটস্ পেত্রার্কিয় রীতির চেয়ে শেক্সপীয়রীয় রীতিতেই বেশি স্বচ্ছন্দ ছিলেন।

রোমান্টিকযুগের সর্বকনিষ্ঠ কবি ছিলেন কীটস্। এযুগের সর্বকনিষ্ঠ কবি হিসাবে যে কাজ তাঁর পক্ষে করা কঠিন ছিল কীটস্ তাঁর কাব্যকবিতায় খুব সহজেই সেটা করে দেখিয়েছেন। কীটস্-এর কবি প্রতিভার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য হল—

অতীতচারিতা:

কীটস্ ছিলেন ভাব রাজ্যের মানুষ, কবি হিসাবে তিনি অর্জন করতে চেয়েছিলেন 'Negative Capability.' এ জন্য তিনি ধর্মদর্শন ও রাজনীতি থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতেন। তাই তাঁর কাব্যে বারবার অতীত দিনের কথা তা পুরানই হোক বা মধ্যযুগীয় ঘুরে ফিরে এসেছে। কীটস্-এর এই অতীতচারিতার মধ্যেই সৌন্দর্যের পিপাসা গড়ে উঠেছে।

সৌন্দর্যচেতনা:

রোমান্টিক যুগের সমস্ত কবির মত কীটস্ও ছিলেন সৌন্দর্যের সাধক। তাঁর কাব্যকবিতায় বারবার সৌন্দর্যচেতনার কথা ধরা পড়েছে। তাঁর 'এন্ডিমিয়ন' কাব্যটির প্রথম উদ্ধৃতিটি হল— "A thing of beauty is a joy forever" ব্যক্তিগত জীবনে কীটস্ নানা দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক, আর্থিক অনটন, ভাতৃবিরহ, প্রেমের প্রত্যাখান, পিতৃ-মাতৃ বিয়োগের সম্মূখীন হলেও জীবনকে সুন্দরভাবে দেখেছেন। তাই অনায়াসেই বলেছেন— "Beauty is truth, truth beauty."

ইন্দ্রীয়পরতা:

ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি প্রমুখেরা বিশ্বের সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করেছেন নিজেদের জ্ঞানমুকুরে, কিন্তু কীটস্ সৌন্দর্যকে দেখেছেন দু'চোখ ভরে, কেবল দু'চোখ ভরেই নয়, পঞ্চ ইন্দ্রীয় ও মনের দরজা খুলে। তিনি অনুভব করতেন সৌন্দর্যের ভিতরে সত্য নেই, সৌন্দর্যই সত্য। তাঁর কাছে সবই ছিল সুন্দর।

প্রকৃতিপ্রীতি:

রোমান্টিক যুগের সব কবিরাই প্রকৃতিকে নানাভাবে বন্দনা করেছেন। কীটস্ও বারবার প্রকৃতির কোলে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন জন্য তাঁর কাব্যচর্চার মধ্যে প্রকৃতির কথা বারবার এসেছে।

চিত্ররূপময়তা:

কীটস্ দু'চোখে যা দেখেছেন, হুবহু চিত্রের মত কবিতার মধ্য দিয়ে পাঠকের সামনে তা তুলে ধরেছেন। তঁর 'ওড টু অটমন' কবিতাটি পুরোপুরি চিত্ররূপময়।

অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার:

অতিপ্রাকৃতকে প্রথম কবিতার বিষয় করে তুলেছিলেন কোলরিজ। কীটস্ ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার প্রভাবে যেমন একদা 'ও সলিচ্যুড' কবিতা রচনা করেছিলেন, তেমনি কোলরিজের কাব্যপাঠের পর অতিপ্রাকৃতের উপাদান নিয়ে 'ল্যামিয়া' কাব্যটি রচনা করেন।

প্রকাশকলা:

প্রকাশকলার ব্যাপারেও কীটস্ অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। শব্দ, বাক্যবন্ধ, ইমেজ, উপমাপ্রয়োগ, ছন্দ, চরণবিন্যাস ইত্যাদি ব্যাপারে কীটস্ তাঁর কাব্যে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায় স্বল্পায়ু হওয়ায় কীটস্ মাত্র ৫-৬বছর সাহিত্য চর্চা করে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা পৃথিবীর খুব কম সাহিত্যিকের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। পাশ্চাত্য সাহিত্য দীর্ঘদিন তাঁর রচনা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। বাঙ্গালী সাহিত্যিকরাও তাঁর প্রভাব থেকে বাদ যান নি। হেমচন্দ্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন গীতিকবি এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কীটস্-এর কবিতা দ্বারা প্রভাবিত হন। জীবনানন্দ দাশকে অনেকেই কীটস্-এর সাথে তুলনা করেছেন। এজন্যই সাহিত্যের পাঠকদের কাছে জায়গা করে নিয়ে কীটস্ আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন।

কীটস্-এর কবিতায় সৌন্দর্যচেতনা

ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের সর্বকনিষ্ঠ কবি ছিলেন জন কীটস্। স্বল্পায়ু জন কীটস্ (১৭৯৫-১৮২১) মাত্র ৫-৬বছর কাব্যচর্চা করলেও তাঁর কাব্যকবিতায় তিনি এমন কিছু বিষয়ের অবতাড়না করেছিলেন যে জন্য পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্যপ্রেমী মানুষ আজও তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। রোমান্টিকযুগের সমস্তকবিদের মত কীটস্ও ছিলেন সৌন্দর্যবাদী কবি। তিনি স্বল্পায়ু জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হলেও কখনোই তার কাছে আত্মসমর্পন করেননি। তাঁর কাছে ছিল সত্যই সুন্দর এবং সুন্দরই সত্য। তিনি কবিতাতে একথা ঘোষণাও করেছেন— "Beauty is truth, truth beauty."

কীটস্ মাত্র ৫-৬বছর সাহিত্য চর্চা করেছেন, কিন্তু এর মধ্যেই তিনি কিছু অসামান্য সৃষ্টি মর্তবাসীর জন্য রেখে গেছেন। তাঁর রচনাগুলি হল— 'এন্ডামিয়ন', 'ইভ অব সেন্ট অ্যাগনেস', 'ল্যামিয়া', 'ইসাবেলা অর দ্য পট অব বাসিল', 'লা বেলে ড্যাম সানস্ মারসি', 'হাইপেরিয়ান', ১৮টি ওড জাতীয় কবিতা এবং ৬১টি সনেট। কীটস্-এর এই রচনাগুলিতে বারবার যে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে তা হল তাঁর সৌন্দর্যপিপাসু মন। তিনি তাঁর রচনাগুলিতে সময় সুযোগ পেলেই সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে শুরু করেছেন।

রোমান্টিকযুগের কবিমাত্রেই ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারি। ওয়ার্ডসওয়ার্থ থেকে শুরু করে শেলি, বায়রন সকলেই ছিলেন সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি। রোমান্টিকযুগের কবি হওয়ায় কীটস্-এর রচনায় বারবার সৌন্দর্য বর্ণনার নানারূপে প্রকাশিত হয়েছে। তবে অন্যসব কবিদের চেয়ে কীটস্-এর সৌন্দর্যচেতনা ও সৌন্দর্যসাধনা ভিন্ন ছিল। সৌন্দর্যবোধকে তিনি চেতনার পরম ও সৌন্দর্যের সাধনাকে সাধনার সার বলে জানতেন। তাঁর 'এন্ডিমিয়ন' কাব্যের প্রথম পঙ্‌তিই হল— "A thing of beauty is joy forever." এ কেবল তাঁর কাব্যের বাণী নয়; এ হল তাঁর প্রত্যয়। ব্যক্তিগত চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন— "I have love the principle of beauty in all things."

ব্যক্তিগত জীবনে কীটস্ অনেক রকমের দুঃখ-কষ্ট পেয়েছিলেন। রোগ, শোক, আর্থিক অনটন, ভাতৃবিরহ, প্রেমের প্রত্যাখ্যান, অল্প বয়সে পিতার এবং কিছুকাল পরে মাতার মৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই তাঁর ২৬বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে ঘটেছিল। তাঁর 'লেটারস্'-এ ছড়িয়ে রয়েছে সেই সাক্ষ্য, যে ব্যক্তিগতজীবনে অসীম যন্ত্রনায় কীভাবে তাঁর ভূবন কেঁপে উঠেছিল। তাঁর কাব্যে যে এ দুঃখের ছায়া পড়েনি, তা নয়। 'ওড টু এ নাইটেঙ্গল', 'ওড অন মেলানকলি', 'ফল অব হাইপেরিয়ান' প্রভৃতি রচনায় এই দুঃখের সাক্ষ্য আছে। 'ওড টু এ নাইটেঙ্গল'-এর— "The worriness, the fever and the fret/Here where mans sit and hear each groan."-এ তিনি মৃত্যুকে প্রিয় নাম ধরে ডেকেছেন এবং 'ফল অব হাইপেরিয়ান'-এ "The

giant agony of the world."-এর কথা বলেছেন। এ থেকে মনে হয় কীটস্-এর সৌন্দর্যচেতনা তাঁর অনাহুত কল্পনা, চিত্তের রোমান্টিক বিলাস কিংবা পলায়নবাদী মনোভাব (Escapism)। জীবন ও জগতের সুখ-দুঃখে আন্দোলিত করাল-কুটিল ভয়ংকর রূপকে তিনি নিজের জীবনে, বাইরে সর্বত্র নিবিড়ভাবে দেখেও সুন্দরকে বিশ্বের সার, জীবানুভবের পরমার্থ বলে অনুভব করেছেন। এই অনুভবের জন্য যে অসীম শক্তির প্রয়োজন, কীটস্-এর চেতনায় সেই শক্তি ছিল। সেই শক্তিবলেই তিনি বলার অধিকার পেয়েছিলেন— "Beauty is truth, truth beauty."

প্রেমে, প্রকৃতিতে, পাখির গানে, ঋতুচক্রে, স্থাপত্যে, জীবনানুভবে, বিশ্বসৃষ্টিতে সর্বত্র তিনি উপলব্ধি করেছেন সৌন্দর্যকে। অখন্ডচিত্তে মনের ইন্দ্রীয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে তিনি আজীবন করে গেছেন সেই অখন্ড সৌন্দর্যসত্তার তপস্যা। তাঁর কবিতাই ছড়িয়ে আছে এই সৌন্দর্য তপস্যারই ফল। কীটস্-এর কবিতাগুলি আলোচনা করলেই তাঁর সৌন্দর্যচেতনার প্রকৃতস্বরূপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে।

কীটস্-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য 'এন্ডিমিয়ন'। গ্রীক মিথোলজি থেকে কাহিনি নিয়ে কাব্যটি রচনা করলেও এ কাব্যে কীটস্ বারবার সৌন্দর্যের জয়গান গেয়েছেন। কাব্যে দেখা যায় এন্ডিমিয়ন হলেন একজন মেষপালক। সে লাটমস্ পর্বতে বাস করত। সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিনথিয়া তাঁর প্রেমে পড়ে এবং উভয়ের মিলন হয়। কাব্যটির রূপক অর্থ নির্ণয় করলে দেখা যায় যে, এন্ডিমিয়ন হল মানুষের প্রতীক, চাঁদ হল শ্বাশত সৌন্দর্যের প্রতীক। চাঁদের প্রতি মানুষের টান, স্তব বর্ণনা মানুষের চিরকালীন সৌন্দর্যাভিসার। সিনথিয়ার সাথে এন্ডিমিয়নের মিলন সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষের সমাধিস্ত হওয়ার ব্যঞ্জনাবাহী। সিনথিয়ার প্রেম যেন সৌন্দর্যের অকল্পনীয় হাতছানি। কাব্যটির সূচনা পর্বেই কীটস্ লিখেছেন— " A thing of beauty is joy forever,/its lovelyness increases, it will never pass in nothingness..." এইভাবে সমস্ত কাব্যে কীটস্ সৌন্দর্যের সাধনা করে গেছেন।

শেক্সপীয়ারের 'রোমিয় অ্যান্ড জুলিয়েট'-কে আদর্শ করে কীটস্ তাঁর 'ইভ অব সেন্ট অ্যাগনেস' কাব্যটি রচনা করলেও একাব্যে নায়ক নায়িকার মধুরান্তিক মিলন দেখিয়েছেন। আর তিনি সুযোগ পেলেই মধ্যযুগীয় পরিমন্ডলে সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন। 'ল্যামিয়া' কাব্যটিতে কীটস্ দর্শন ও সত্যের ভিতর থেকে সুন্দর তত্বকে আবিস্কার করেছেন। এখানে কীটস্ দর্শনের প্রতি বিরূপ। তাই এই কাব্যে সত্যকে দর্শনের সত্য থেকে আলাদা করা হয়েছে। একারণেই তো তিনি বলেছিলেন— ''সুন্দরই সত্য, সত্যই সুন্দর''।

কীটস্-এর সবধরণের রচনায় তাঁর সৌন্দর্যচেতনা ধরা পড়লেও তা সবথেকে বেশি পরিস্ফুটিত হয়েছে তাঁর ওড বিষয়ক কবিতাগুলিতে। 'ওড টু এ নাইটিঙ্গল', 'ওড অন আ গ্রিসিয়ান আর্ন', 'ওড টু অটমন', 'ওড টু সাইকি', 'ওড টু মেলানকলি' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কোনগুলিতে বিষাদের চিহ্ন থাকলেও অনেক সময় তাকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে সৌন্দর্যের ভাবনা বর্ণনা। 'ওড টু এ নাইটিঙ্গল' কবিতাটি কীটস্ তাঁর ভাই টমের মৃত্যুর কিছুদিন পর রচনা করেছিলেন। হ্যাম্পাস্টেডের বন্ধু ব্রাউনের বাড়ির বাগানে ঘনায়মান অন্ধকারে দুঃখে নিমগ্ন কীটস্ শুনতে পায় সুরলহরি। এই সুর কবির অতিমত্তায় জাগিয়ে দিয়েছে তাঁর অবিনশ্বরকে। তিনি অনুভব করেছেন অতীতের কত সব পথিক এই নাইটিঙ্গলের গান শুনেছেন, আবার ভবিষ্যতেও অনেকে শুনবেন। তাই কবির কাছে নাইটিঙ্গলের গান কবির আনন্দ চিত্তের গান। এই গান সত্য ও সুন্দর।

'ওড অন এ গ্রিসিয়ান আর্ন' কবিতায় কারুকার্য খচিত একটিও গ্রিসীয় ভস্মাধার(Urn)-এর উদ্দেশ্যে লেখা। গ্রিসের ভস্মাধারে যে ছবি চিত্রিত হয়েছে তা কতশত বছর অতিক্রান্ত হয়ে আজও আনন্দ দেয়। কবির বিশ্বাস একারণে তা সত্য ও সুন্দর। কবির বিশ্বাস মানুষের জীবন নশ্বর ও সুন্দর অবিনশ্বর। তিনি 'ওড টু অটমন' কবিতায় শরৎসুন্দরীর নিখুত রূপ বর্ণনা করেছেন। আর 'ওড অন মেলানকলি'-তে আনন্দের সাথে বিষাদও মিশিয়েছেন।

কীটস্-এর সনেটগুলি থেকেও তাঁর সৌন্দর্যচেতনার নানা দিক ধরা পড়ে। সৌন্দর্যমুগ্ধ এবং প্রেমপিয়াসী সংক্ষিপ্ত জীবনের নানা আশা-আশংকা, ক্ষোভ-দুঃখ-অভিমান, অনুরাগ ও সৌন্দর্যাবেশের নানা সিম্ফনি বেজে উঠেছে এই সনেটগুলিতে। প্রেমিক নিঃসঙ্গ কীটস্ তরুণী ফ্যানিকে ভালোবেসে কিভাবে জীবনকে পেতে চেয়েছিলেন তা তাঁর 'ব্রাইট স্টার, উড আই স্টান্ড ফাস্ট * * *।' সনেটটিতে অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ কল্পনা আর অনুকরণীয় ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

এভাবে কীটস্ তাঁর রচনায় বারবার সৌন্দর্যচেতনার বর্ণনা দিয়েছেন। সৌন্দর্যের প্রতি অপার ভালোবাসায় কীটস্ সৌন্দর্যাভিসারি কবি ছিলেন। এখনও মানুষ অনুভূতিপ্রবণ কবি হিসাবে কীটস্‌কেই বোঝেন। সেই সময়কার এবং তার পরবর্তীকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য কীটস্-এর সৌনদর্যচেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আমাদের বাংলা সাহিত্যের সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে কবির সাথে তাঁর আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল তিনি হলেন জন কীটস্।